যে কোন ঘটনায় জামায়াতের ওপর দোষরোপ করা এ সরকারের নেশা

ভূমিকা:

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি দোষারোপের রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। দেশের ভিতরে বা বাইরে কোন ঘটনা ঘটেলেই তার দোষ চাপানো হয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ওপর। খুন- খরাবি থেকে শূরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ধরণের চক্রান্তে জামায়াতের ঘাড়েই চাপানো হয় বোঝা। দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যরাও একই ঝংকারে নাচেন। আইন শৃংখলা বাহিনী যখন কোন কুল কিনারা পাননা তখন জামায়াতকে দায়ি করে দ্বায়সারা বক্তব্য প্রদান করেন। এদিকে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ও সেই তালে তাল দেয়। জামায়াতের ওপর দোষা চাপানো সরকারের নেশায় পরিণত হয়েছ। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠি স্বঘোষিত ইসলামিক স্টেট (আইএস) কোন হত্যার দ্বায় স্বীকার করলে সরকারের পক্ষ থেকে তখন বলা হয়, জামায়াতের মদদে আইএস এ ধরণের কাজ করেছে। বোকা মানুষ দুনিয়াতে রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় এতগুলো বোকার বাস, তা কারও বলার অপেক্ষা রাখে না। পরে অবশ্য দেশের পুলিশ সবগুলো কেসের জট খুলতে না পারলেও জামায়াতের সংশ্লিষ্টতা নেই সেটা বের হয়ে আসে। কিন্তু কেন প্রথমে জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ চাপানো হয়, তার কোন স্বদুত্তর প্রশাসনের কাছে নেই। নিচে জামায়াতের ওপর চাপানো এমন কিছু দোষারোপ বাস্তবিক অর্থে জামায়াত সংশ্লিষ্টতা নেই বলে প্রমাণিত।

এছাড়া জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শবাদী দল। জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত অর্থে শুধুমাত্র ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দল নয়। ইসলামে ধর্মীয় জীবনের গুরম্নত্ব আছে বলেই জামায়াত ধর্মীয় দলের দায়িত্ব পালন করে। রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া ইসলামী আইন চালু হতে পারে না বলেই জামায়াত রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করে। সমাজ সেবা ও সামাজিক সংশোধনের জোর তাকিদ ইসলাম দিয়েছে বলেই জামায়াত সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কারে মনোযোগ দেয়। এ অর্থেই জামায়াতে ইসলামী একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে বিশ্বাসী। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংগঠনটি তার স্থায়ী কর্মনীতি অনুসারে নিম্নলিখিত কাজগুলো অনুসরণ করে থাকে।

- **কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিবে।**
- **উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এমন কোন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করিবে না যাহা সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যাহার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়।**
- **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উহার বাঞ্ছিত সংশোধন ও সংস্কার কার্যকর করিবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ, সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মানবিক, নৈতিক চরিত্রের সংশোধন এবং বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অনুকূলে জনমত গঠন করিবে।**

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী:

বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে জড়িয়ে আছে জামায়াতে ইসলামীর নাম। দেশের পক্ষে জনগনের পক্ষে ভূমিকা পালনে সব সময় সবার আগে থাকে জামায়াতে ইসলামী। অংশ নিয়েছে জাতীয় সংসদ

থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিটি নির্বাচনে। জনগনের পক্ষে কথা বলেছে প্রতিটি জাতীয় সংসদে। তাই এ সংগঠনের নেতা- কর্মীদের দেশ ও জনগণের পক্ষে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে নানা জুলুম নিপীড়ণের শিকার হতে হচ্ছে প্রতিনিয়তই। অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতে হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের। পঙ্গুত্ব বরণ করেছে জামায়াতের অগনিত নেতাকর্মী। শত জুলুম নির্যাতনের মধ্যেও গণমানুষের এই আন্দোলন কখনই থেমে থাকবে না। স্বাধীনতা উত্তরকালে হত্যা করা হয় বহুদলীয় গণতন্ত্র। এর আগে থেকেই নিষিদ্ধ ছিল ইসলামের কথা বলে রাজনীতি করার অধিকার।

জামায়াতে ইসলামী সন্ত্রাস ও ভায়োলেন্স বিরোধী গণতান্ত্রিক দল

জামায়াতে ইসলামী সন্ত্রাস ও ভায়োলেন্স বিরোধী একটি গণতান্ত্রিক রাজ‣নতিক দল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে জামায়াত কখনই সন্ত্রাস করেনি, সন্ত্রাসকে সমর্থন করেনি। এখন হরতাল করলেও জামায়াতের নেতাকর্মীরা বুলেট বোমার মুখে সুশৃংখলভাবে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসে আওয়ামীলীগ। এসেই দেশ ও জাতি বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। দেশে গনতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে সংকোচিত হতে থাকে। বিরোধীদলের সভা সমাবেশে বাধা দেয়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামীর সভা সমাবেশ অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।
ধীরে ধীরে ঘরোয়া ক্সবঠক বন্ধ করে দেয়া হয়। জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে বানোয়াট অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তারপরও নেতাকর্মীরা কর্মসূচি পালনে কোন ধরনের সন্ত্রাস বা ভায়োলেন্সের পথ বেছে নেয়নি। ২০১১ সালে জামায়াতকে মাঠেই নামতে দেয়নি সরকার। ২০১১ সালের শেষ দিকে রাজধানীতে মিছিল করে জামায়াতে ইসলামী। পুলিশের প্রচন্ড বাধাঁ গোলাগুলির পর জামায়াতে ইসলামী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছে। আজ পর্যন্ত কোথায়ও অস্ত্র কিংবা বেআইনী কোন জিনিস তারা হাতে তুলে নেয়নি।

২০১৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলের শাপলা চত্ত্বরে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে সমাবেশ করে জামায়াতে ইসলামী। সে সমাবেশে পুলিশ বাধা দেয়নি বলে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে সমাবেশ হলেও কোন ধরনের ভায়োয়েন্সের ঘটনা ঘটেনি। বরং সে সমাবেশে জামায়াতের নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করার ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী। এতে প্রমাণিত হয়েছে, জামায়াতে ইসলামী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে না। সরকার শুধুমাত্র রাজ‣নতিক উদ্দেশ্যে বিরোধী মত দলনের অংশ হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে নির্মূল করার জন্য যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু করে। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের আইন, এর গঠন ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে দেশে বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। এর প্রশ্নবিদ্ধ কার্যক্রম বন্ধ করতে জাতিসংঘ থেকে শুরু করেছে আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সংগঠন, বিশেষজ্ঞগণ, ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি।

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বইতে জামায়াতের আমীর শহীদ মতিউর রহমান নিজামী লিখেছেন- বাংলাদেশ যেমন ধর্মীয় মূল্যবোধের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারক বাহক, তেমনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যেরও অধিকারী। বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি পর্যায়ে যখন উপমহাদেশ বিভক্ত হয় তখন এ জনপদের লোকেরা স্বতন্ত্র জাতিসত্তা সংরক্ষণের তাগিদে ১৯৪৬- এর নির্বাচনে ভারত বিভক্তির পক্ষে সবচেয়ে বেশী জোরালো ও উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি অন্যায় পদক্ষেপের জোরালো প্রতিবাদ করে তারা গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। ৪৮ ও ৫২- তে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার আন্দোলন থেকে শুরু করে পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন ও সংগ্রামে তারা অংশ নিয়েছে, তাও ছিল অহিংস ও নিয়মতান্ত্রিক। এ জনপদের গণমানুষের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার

প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০- এর নির্বাচন পর্যন্ত পুরোটাই গণতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংস প্রতিরোধ স্বাধিকারের আন্দোলন স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়। মূলত এটা ছিল একটা চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ।

জনগণের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে যথানিয়মে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে হয়তো ইতিহাস হতো ভিন্ন। বাংলাদেশ ধর্মীয় মূল্যবোধের দেশ হওয়ার পাশাপাশি গণতন্ত্রের দেশও বটে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসলই আজকের বাংলাদেশ। একটি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলেও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করেছে, যাদের এ দেশে সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বাইরে কোনো রাজনৈতিক দর্শনের স্থান নেই। গণতান্ত্রিক চেতনা সম্বলিত এ রাজনীতির ধারা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পরিচালিত ভোটাধিকারসহ গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে। অতএব এ ঐতিহ্যের শিকড় এখানে মাটির গভীরে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ দেশে সন্ত্রাসনির্ভর ও জঙ্গি কোনো রাজনৈতিক দর্শন, তা যে কোনো নামেই আর যে পরিচয়েই হোক না কেন, ঠাঁই পেতে পারে না। আর ধর্মীয় জঙ্গিবাদের তো প্রশ্নই উঠে না। কারণ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির যে ধারা, তার রূপায়নে দেশের ইসলামী জনতা এবং ইসলামী নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনই প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করে।

এসব কিছুর পরেও আজকের সন্ত্রাসবাদের পৃথিবীতে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা, ক্রীড়নক এবং এর প্রয়োগ নিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সমাজে আজ অপরাধী, সশস্ত্র সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, লম্পট, চরিত্রহীনরা যেন সাধু! আর নিরপরাধীদেরকে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করেন মিডিয়া ট্রায়াল আর বিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে বানানো হচ্ছে মানবতা বিরোধী, মৌলবাদ, জঙ্গি , সেকেলে, সন্ত্রাসী আরও কত কি? কখনও আবার আইএস, কখনও বোকো হারাম, ইসলামী জঙ্গি আর সন্ত্রাসের দোসর বলে প্রচারণা এখন একটা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন হয়না তথ্য- উপাত্য আর অকাট্য প্রমাণাদির। প্রয়োজন পড়ে না কোন নিরপেক্ষ তদন্তের। গোয়েবলসীয় সূত্রের আলোকে দিনের পর দিন চলছে এই অসত্য প্রচারণা।

কেস স্টাডি নং: ০০১

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা

১৯ অক্টোবর ২০১৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে পবিত্র কাবা শরীফকে ব্যাঙ্গ করে ছবি পোস্টের জের ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বাড়ি- ঘরে হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসি। পরবর্তীতে মাদ্রাসা শিক্ষক এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

দেশের উন্নয়ন আর আওয়ামী লীগের সফলতায় উন্মাদ হয়ে বিএনপি জামায়াতের চক্রান্তে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মনগড়া দোষারোপে অভস্থ্য আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাছান মাহমুদ (১) এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ(২)।

১/ ht t p: / / bangl a. bdnews24. com/ pol i t i cs/ ar t i cl e1239039. bdnews

২/ ht t ps: / / goo. gl / 8OwTTP

জামায়াতের বিবৃতি:

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির, বাড়ী- ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় কোন কোন মহলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জামায়াতকে জড়িয়ে মিথ্যা বক্তব্য দেয়ায় তীব্র ক্ষোভ এবং নিন্দা জ্ঞাপন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান৭ নভেম্বর ২০১৬ এক বিবৃতি প্রদান করেন(১)।

১/ht t ps: / / goo. gl / CkRml d

আসল ঘটনা:
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় হুজুর সিরাজুল ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত শহরের ভাদুঘরে জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম মাদ্‌রাসার প্রধান ফটকে ২টি তালা মেরে দেয় দুর্বৃত্তরা। সে সাথে পবিত্র কাবা শরীফের ছবির উপর মূর্তি বসিয়ে বিরাট পোস্টার সাঁটিয়ে দেয়া হয়। একই ভাবে শহরের কাউতলী জামে মসজিদ ও শহরতলীর বিজেশ্বরে জামিয়াতুস সুন্নাহ্ মাদ্‌রাসায় একই কায়দায় পোস্টার সাঁটানো হয়। মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ জেলা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের ঘটনাটি জানান। সদর থানা পুলিশ খবর পেয়ে মাদ্‌রাসায় পৌঁছে তালা ভেঙে গেইট খুলে দেয়। এনিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঠেকাতে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা স্থানীয় বিশিষ্ট আলেমদের নিয়ে তাৎক্ষণিক সভা করেন। উল্লেখ্য, গত ২৯শে অক্টোবর পবিত্র কাবা শরীফকে ব্যঙ্গচিত্র করে নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের জগন্নাথ দাসের ছেলে রসরাজ দাস তার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট দেন। এ ঘটনার জের ধরে গত ৩০শে অক্টোবর দুষ্কৃতকারীরা উপজেলা সদরে সংখ্যালঘুদের মন্দির ও ঘর- বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে।(১)

১/http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=38813
https://youtu.be/p6C_37KxfyI

কেস স্টাডি নং: ১
রামু বৌদ্ধপল্লীতে হামলা

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:
রামুর বৌদ্ধপল্লীতে হামলার ঘটনা একটি পরিকল্পিত সশস্ত্র জঙ্গিবাদী আক্রমণ। এ জঙ্গিবাদীদের সঙ্গে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বহু জামায়াত সদস্য জড়িত আছে। এমন তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। [1]

জামায়াতের বিবৃতি:
২০১২ সালের ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রের রিপোর্টে সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে রামুর বৌদ্ধপল্লী, মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ আর লুটপাটের ঘটনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাকর্মীরা জড়িত ছিল মর্মে যেসব কথা লেখা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রামুর ঘটনার সঙ্গে জামায়াতের কোনো নেতাকর্মীর সংশ্লিষ্টতা ছিল না। মিথ্যা মামলায় জড়ানোর উদ্দেশ্যেই তাদের নামে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমরা ঘটনার পর থেকেই জামায়াতের পক্ষ থেকে বলে আসছি ওই ঘটনার সঙ্গে জামায়াতের কেউ জড়িত ছিল না। আমরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে আসছি।

আসল ঘটনা:
২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে দুর্বৃত্তরা একযোগে হামলা চালায় রামুর ঐতিহ্যবাহী ১২টি বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধপল্লীতে। রামুতে উত্তম বড়ুয়া নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগ এনে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠী রামুর ১২টি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও ৩২টি

[1] , http://goo.gl/Fbs8IK

বসতঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় আরও ছয়টি বৌদ্ধ বিহার ও শতাধিক বসতঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। পরদিন উখিয়া- টেকনাফে আরও কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার ও বসতিতে একই ঘটনা ঘটে। [2]

পরের ঘটনা:

ঘটনায় কক্সবাজারের রামু, উখিয়া, টেকনাফ এবং কক্সবাজার সদর থানায় ১৯টি মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় ৩৭৭ জনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ১৫ হাজার জনকে আসামি করা হয়। পরে তদন্ত সাপেক্ষে সবগুলো মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। ১৯টি মামলার কেবল একটি আপসসূত্রে বিচার কাজ শেষ হয়েছে। মামলাটির চার্জশিটভুক্ত ৩৮ জন আসামির সবাই খালাস পেয়েছেন। বাকি ১৮টি মামলার বিচার কাজ অব্যাহত রয়েছে। বিচারাধীন এসব মামলায় ৯১০ আসামির মধ্যে অর্ধশতাধিক আসামি পলাতক রয়েছেন। বাকিরা জামিনে রয়েছেন। [3]

কেস স্টাডি নং: ২

পেট্রোল বোমা হামলার আসল চিত্র

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ২০ দলীয় জোটের লাগাতার আন্দোলন সম্পর্কে দেশ- বিদেশের কোটি কোটি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পেট্রলবোমা ও ককটেল হামলা চালিয়ে সাধারণ মানুষ হত্যার দায় আন্দোলনরত বিএনপি ও জামায়াত- শিবিরের ওপর চাপিয়ে তাদের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে মামলায় জড়ানো হয়েছে। এমনকি বাড়িঘরে, মেসে, ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে ২০ দলীয় নেতাকর্মীদের তুলে নিয়ে গুম ও হত্যা করবার মতো ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। ২০ দলীয় জোটের নেতাকর্মী শুধু নন, তাদের সাধারণ সমর্থকরাও রেহাই পাচ্ছেন না পুলিশী নির্যাতনের হাত থেকে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতাসীনদের বিপক্ষে যায় এমন ভিন্নমত পোষণকারী থাকতেই পারেন। কিন্তু সেটা যদি নির্মূল করে ফেলবার পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে দেশে গৃহযুদ্ধের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এমন অনাকাক্সিক্ষত পরিণতি দেশ ও জাতির জন্য কখনই কল্যাণকর হতে পারে না।

২০ দলীয় জোটের তরফ থেকে বার বার বলা হচ্ছে ভয়ংকর সব সন্ত্রাসী হামলা বা পুড়িয়ে মানুষ হত্যার সঙ্গে তাদের কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই। আসলে পেট্রোল বোমা হামলার সাথে সরাসরি শাসক দলের নেতাকর্মীরাই জড়িত। সরকার মুখে অবাধ তথ্য প্রবাহের কথা বললেও আসলে গণমাধ্যমগুলোর মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নেই। এ কারনে সকল খবর অবাধে জনসম্মুখে আসছে না। তারপরও কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তারই কিছু নিচে তুলে ধরা হলো:

১- রূপগঞ্জে বোমা বানাতে গিয়ে ৪ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আহত

জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার ছোনাব এলাকায় বোমা বানাতে গিয়ে ছাত্রলীগের ৪ নেতার্কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ছাত্রলীগ নেতা শাহীন মিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ঝুটের গোডাউনে বোমা বানানোর সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানায়, গত বুধবার রাত ২টার দিকে ছোনাব এলাকার ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা শাহিন মিয়ার ঝুটের গোডাউনে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায় এলাকাবাসী। পরে খবর পেয়ে ভুলতা ফাঁড়ি

[2] , http://www.kalerkantho.com/online/national/2015/09/29/273463
[3] , http://goo.gl/wfVs95

পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারে সেখানে বোমা বানানোর সময় রকমত উল্লাহ, শাহীন মিয়া, কবিরসহ ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে। এদের মধ্যে উপজেলার ছোনাব এলাকার ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি আবদুল হাই মিয়ার ছেলে রকমত উল্লাহকে (২৭) আশংকাজনক অবস্থায় রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

(সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

www. j ugant or . com/ l ast - page/ 2015/ 02/ 06/ 216325

সূত্র: আমারদেশ অনলাইন, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ht t p: / / www. amar deshonl i ne. com/ pages/ det ai l s/ 2015/ 02 06/ 268999

২- রাবিতে পেট্রোলবোমা আর ককটেল বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করল ছাত্রলীগ

বিএনপি সমর্থিত ২০ দলীয় জোটের ডাকা চলমান হরতাল- অবরোধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় পেট্রোলবোমা হামলা আর ককটেল বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১ টার দিকে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট লীগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নামের ছাত্রলীগের অফিসিয়্যাল ফেসবুক পেজ থেকে এ দায় স্বীকার করা হয়। এদিকে ওই পেজের অ্যাডমিনদেরকে শিবিরকর্মী বলে আখ্যায়িত করেছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ। রাবি ছাত্রলীগের অফিসিয়্যাল ফেসবুক পেজটির একটি স্ট্যাটাসে হুবহু উল্লেখ করা হয়, চিন্তা করো মামা কি ব্রেইন। পেট্রোল বোম ককটেল মারছি আমরা আর দোষ হচ্ছে বিএনপি ছাত্রদল জামায়াত শিবির এর। একেই বলে পলিটিকস। ওই পেজটির লিঙ্কটি হল

(ht t ps: / ww/ w. f acebook. com/ Bangl adeshSt udent LeagueRaj shahi Uni ver si t y)

সূত্র: দৈনিক আমারদেশ, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ht t p: / / www. amar deshonl i ne. com/ pages/ det ai l s/ 2015/ 02/ 06/ 268893#. VNW t xC4VLJY

৩- পেট্রোল বোমাসহ দুই যুবলীগ নেতাকে আটক

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জগন্নাথ দীঘি ইউনিয়নের কেসকি মোড় এলাকা হতে পেট্রোল বোমাসহ দুই যুবলীগ নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের নাম মানিক ও বাবুল বলে জানা গেছে। আটক দু জনই জগন্নাথ দীঘি ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা। এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার রাত ১১টার দিকে ওই দুই যুবলীগ নেতাকে আটক করা হয়। তবে চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার চক্রবর্তী আটকের বিষয় অস্বীকার করে বলেন, রোডে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। কাউকে আটক করা হয়নি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই দুই যুবলীগ নেতা থানাতেই ছিল বলে জানা গেছে।

সূত্র: শীর্ষ নিউজ ডট কম (অনলাইন নিউজ পোর্টাল) , ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ht t p: / / www. sheer shanews. com/ 2015/ 02/ 05/ 67859

৪- বাসে আগুনের চেষ্টা, ছাত্রলীগের ৩ নেতা- কর্মী আটক

মাগুরা শহরের পারনান্দুয়ালি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে ছাত্রলীগের তিন নেতা- কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁরা বাসে আগুন ধরানোর চেষ্টা করছিলেন বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। আজ বুধবার রাত পৌনে আটটার দিকে তাঁদের আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন, জেলা ছাত্রলীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক সাজ্জাদ মোল্লা (২৪), ছাত্রলীগকর্মী লিমন (২২) ও রানা (১৯)। তাঁদের কাছে পেট্রলভর্তি দুটি বোতল ও দিয়াশলাই পাওয়া গেছে।

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি, ২০১৪

http://m.prothom-alo.com/bangladesh/article/113167/

৫- চুয়াডাঙ্গায় বোমাসহ যুবলীগকর্মী আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় নাশকতাবিরোধী অভিযানে দুটি শক্তিশালী বোমাসহ এক যুবলীগকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।বৃহস্পতিবার উপজেলার মারুফদহ গ্রাম থেকে যুবলীগকর্মী মিজানুর রহমান মিজাকে (৩৪) আটক করা হয়। তিনি একই গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে। পুলিশ জানায়, মারুফদহ গ্রামের তিন রাস্তার মোড়ে যুবলীগকর্মী মিজা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। পরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার কথায় পুলিশের সন্দেহ হয়। এসময় তার শরীর তল্লাশি করে দুটি শক্তিশালী বোমাসহ তাকে আটক করা হয়। জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, মিজানুর রহমানকে দুটি শক্তিশালী বোমাসহ হাতেনাতে আটক করার পর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

সূত্র: আরটিএনএন (অনলাইন নিউজ পোর্টাল) , ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

www.rtnn.net/bangla//newsdetail/detail/1/1/99914

কেস স্টাডি নং: ৩

নারায়নগঞ্জে ত্বকি হত্যাকান্ড

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

২০১৩ সালের ৬ মার্চ অপহরণের দু□দিন পর ৮ মার্চ লাশ পাওয়া যায় তানভীর মোহাম্মদ ত্বকীর। আর এই দোষ চাপানো হচ্ছে জামায়াত- শিবিরের ওপর। তার পিতা নারায়ণগঞ্জ গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম উদ্যোক্তা রফিউর রাবিব। এজন্য এ হত্যার কারণ হিসেবে জামায়াতের বিরুদ্ধে রাব্বির যুদ্ধাপোরাধের শাস্তি দাবিকে মনে করা হয়। কিন্তু এর দুই দিন পরেই রাব্বি নিজেই তার সন্তান হত্যাকান্ডের জন্য জামায়াত- শিবিরের দিকে সরকারী মহলের দোষারোপ মিথ্যা বলে ঘোষনা দেন।

জামায়াতের বিবৃতি:

বিভিন্ন মহল থেকে নারায়ণগঞ্জে ত্বকি হত্যার দায়ভার জামায়াতের ওপর চাপানো হলেও তার পিতাই এ দাবি অস্বিকার করেন। জামায়াতের পক্ষ থেকেও এ দাবি অস্বীকার করে বলা হয়েছে, যে কোন হত্যাকাণ্ড হলেই জামায়াতের ভাবমর্যাদা ক্ষূন্ন করার লক্ষ্যেই তার দায়ভার চাপানো হয়। এ ঘটনাও তার ব্যতিক্রম নয়।

আসল ঘটনা:

২০১৩ সালের ৬ মার্চ বুধবার অপহরণের শিকার হয় তানভীর মোহাম্মদ ত্বকী। ৭ মার্চ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ত্বকির □এ□ লেবেল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ওই পরীক্ষায় ত্বকি দেশের সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিল। দু□দিন পর ত্বকীর লাশ পাওয়া যায় ৮ মার্চ শুক্রবার শহরের চারারগোপ এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদী সংলগ্ন খালে। এরও দু□দিন বাদেই ত্বকীর পিতা রফিউর রাবিব সাংস্কৃতিক জোটের এক সমাবেশে সরাসরিই বলেন, ত্বকী হত্যাকান্ডের জন্য জামায়াত- শিবির দায়ী নয়। [4]

পরের ঘটনা:

ত্বকী খুন হওয়ার জন্য তার বাবা রফিউর রাবিব দায়ী করেছেন আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানকে। একই অভিযোগ এনে শামীম ওসমানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াত আইভীও। রফিউর রাবিব অভিযোগ করেন, বাস ভাড়া কমানোর আন্দোলনে সক্রিয়তা, রেলওয়ের জমিতে মার্কেট নির্মাণের প্রতিবাদ এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেলিনা হায়াত আইভীর পক্ষে কাজ করার কারণেই তার ছেলে ত্বকীকে খুন করেছে শামীম ওসমান। রাজনৈতিক হোতার জড়িত থাকার কারণে তিন বছর পার হয়ে গেলেও আজও কোন অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারিনি তদন্তকারী সংস্থা র‍্যাব । [[5]] [[6]]

কেস স্টাডি নং: ৪

সাঈদীর যুদ্ধাপরাধ মামলার সাক্ষী মোস্তফা হত্যাকাণ্ড

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

২০১৩ সালের ৮ ডিসেম্বর চোরের হামলায় নিহত হন জামায়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর যুদ্ধাপরাধ মামলার রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী মোস্তফা হাওলাদার (৫৫) । কিন্তু বিভিন্ন গনমাধ্যমে এ হামলার জন্য দায়ভার চাপানো হয় বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক দল □বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী□ ও ছাত্র সমাজের নৈতিক চরিত্র গঠনের হাতিয়ার □বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরে□র ওপর। এ যেন উদর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর প্রচেষ্টা আর কি! বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোরে ৮ ডিসেম্বর ৯: ৩২ মিনিটে **□জামায়াত-শিবির সাঈদীর যুদ্ধাপরাধ মামলার সাক্ষীকে হত্যা করেছে□ মর্মে প্রথম সংবাদ প্রচার করে। এর পরে অন্যান্য গণমাধ্যমও তার অনুসরণ করে সংবাদ প্রকাশ করতে শুরু করে।**

জামায়াতের বিবৃতি:

এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও জোর প্রতিবাদ জানিয়ে ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, □বিভিন্ন অনলাইন নিউজ ও গণমাধ্যমে □জামায়াত- শিবির সাঈদীর যুদ্ধাপরাধ মামলার সাক্ষীকে হত্যা করেছে□ মর্মে যে সংবাদ প্রচার করেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কাল্পনিক, বানোয়াট ও অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ ধরনের অপকর্মের সাথে জামায়াত- শিবিরের কেউ সংশ্লিষ্ট নয়। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়েছে। এই ঘটনা জামায়াত-শিবিরের উপর চাপিয়ে দিয়ে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে। পূর্বে প্রকাশিত খবর আর নিহত হওয়ার পরবর্তী খবর প্রকাশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।[7]

---

[4] , http://goo.gl/pAqPPi
[5] , http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=111624
[6] , http://boishakhi.tv/3196
[7] , http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=134018

আসল ঘটনা:

২০১৩ সালের ৮ ডিসেম্বর শনিবার দিবাগত রাত একটার দিকে এক চোর মোস্তফা হাওলাদারের জিয়ানগর উপজেলার হোগলাবুনিয়া গ্রামের নিজ বাড়িতে সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকে। এ সময় তার স্ত্রী হাসিনা বেগম তা টের পেয়ে চোর চোর বলে চিতকার দিলে ওই চোর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে তার হাত কেটে যায়। মোস্তফা তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে গেলে চোর মোস্তফাকেও আঘাত করে। এতে মোস্তফার মাথা মারাত্মক জখম হয়। ওই রাতে তাদের দুজনকে পিরোজপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিতসা দেয়া হয়। মোস্তফার অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে প্রথমে তাকে খুলনা ও পরে ওই রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে আইসিসিইউতে চিকিতসাধীন অবস্থায় সোমবার মধ্যরাতে তিনি মারা যান। [8]

পরের ঘটনা:

সাঈদীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যুদ্ধাপরাধ মামলার সাক্ষী মোস্তফা হাওলাদার দুর্বৃত্বদের হাতে খুন হওয়ার প্রায় এক মাস হলেও প্রকৃত খুনিরা ধরা না পরায় হুমকির মধ্যে ছিল মোস্তফার পরিবার। এ হত্যাকাণ্ডের পর দিন পুলিশ অজ্ঞাতনামা ৭ জনকে গ্রেফতার করলেও প্রকৃত খুনিরা রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। নিহত মোস্তফার ভাই আঃ মজিদ হাওলাদার হত্যা ঘটনার পরপরই এ ব্যাপারে জিয়ানগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। জিয়ানগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার যুগান্তরকে জানান, হত্যা মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য ডিবিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, হত্যার ক্লু না পাওয়া পর্যন্ত আসামিদের গ্রেফতারে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। [9]

কেস স্টাডি নং: ৫

রানা প্লাজা ধসে জামায়াত জড়িত নয়

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

২০১৩ সালের ২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে রানা প্লাজা ভবনের তৃতীয় তলায় ফাটল দেখা দিলেও তা আমলে নেননি ওই বিল্ডিংঢের মালিক রানা। বরং পরদিন বুধবার সকালে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলের ডাকা হরতালের বিরুদ্ধে মিছিল করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন তিনি। সকালে সেখানে লোকজন জড়ো করেন মিছিলের জন্য। এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেন, জামায়াত- শিবিরের নেতারা ওই বিল্ডিংয়ের খুটি ধরে নাড়া চাড়া করলে খবনটি ধসে পড়ে। [10]

জামায়াতের বিবৃতি:

---

[8] , http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/12/11/228028#.Vx7uJfl97IU
[9] , http://www.jugantor.com/old/bangla-face/2014/01/04/56020
[10] , http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-04-25/news/347628

সাভারের ধসে পড়া ভবন রানা প্লাজাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি করেছিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটি আরও বলেছিল, ভবনধসের এ ঘটনা একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউই এর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। ২০১৩ সালের ২৬ এপ্রিল শুক্রবার এক বিবৃতিতে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান এসব কথা বলেন। ওই বিবৃতিতে রানা প্লাজার মালিক যুবলীগের কেউ নয় বলে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এবং ফাটল ধরা খুঁটি ও গেট নাড়াচাড়া করায় দুর্ঘটনা সংঘটিত হতে পারে বলে গণমাধ্যমে দেওয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে হতাহত ব্যক্তিদের সঙ্গে উপহাস বলে উল্লেখ করা হয়।[11]

আসল ঘটনা:

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভার বাস স্ট্যান্ডে নয় তলা ভবন রানা প্লাজা ধসে পড়লে পাঁচটি কারখানার ১ হাজার ১৩৬ জন শ্রমিকের করুণ মৃত্যু হয়। আহত হন কয়েক হাজার শ্রমিক। এখনো ৭৪টি লাশের পরিচয় জানা যায়নি। বিশ্বের ইতিহাসে রানা প্লাজা ধস ৩য় বৃহত্তম শিল্প দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশের ওই ঘটনা আন্তর্জাতিক সব গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়ে উঠেছিল। ২৩ এপ্রিল রানা প্লাজায় ফাটল ধরার পর ঝুঁকি জেনেও শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কাজ না করলে মালিকের পক্ষ থেকে চাকরিচ্যুতির হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। ফলে বাধ্য হয়ে কাজে যোগ দিয়ে বরণ করতে হয়েছে মৃত্যুর পেয়ালা। [[12]] [[13]]

পরের ঘটনা:

রানা প্লাজা ধসের দুটি মামলায় ভবন মালিক সোহেল রানাসহ ৪১ জনকে আসামি করে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করে পুলিশ। পরে আসল ঘটনার উপলব্ধি করেই সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম খ আলমগীর রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাকে গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশ দেন। [[14]] [[15]]

কেস স্টাডি নং: ৬

পুলিশ কনস্টেবল মফিজুল হত্যাকান্ড

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

---

[11] , http://archive.prothom-alo.com/detail/news/348040
[12] , http://goo.gl/FD9Qcp
[13] , http://www.somewhereinblog.net/blog/kobid/29943761
[14] , http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-04-25/news/347628
[15] , http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article975585.bdnews

২০১৩ সালে ৮ মার্চ শুক্রবার রাতে কয়রার আংটিহারার গোলখালি এলাকায় আসামী ধরতে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হন কনস্টেবল মফিজুল ইসলাম। জামায়াত- শিবিরের গুলীতে এ হত্যাকান্ড হয়েছে বলে পুলিশ সুপার গোলাম রউফ খান দাবি করেন। পরে ময়না তদন্তে দেখা যায় তার শরীরে রাবার বুলেটের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাহলে কি জামায়াত শিবির রাবার বুলেটগান ব্যবহার করেছে- এ প্রশ্নের জবাবে এড়িয়ে যান মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বাবুল আকতার খলিফা।[16]

জামায়াতের বিবৃতি:

এমন দোষারোপের পর জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ঐ হত্যাকান্ড পরিকল্পিত, আমাদের ফাঁসানো হচ্ছে। এদিকে ঘটনার পরদিন ৯ মার্চ সকালে কয়রা থানার ওসি ফজলুর রহমান আংটিহারা এলাকায় পরিতোষের বাড়ি থেকে একটি লাইসেন্স করা বন্দুক থানায় নিয়ে যান। এ ব্যাপারে পরিতোষ জানান, ওসি সাহেব এসে বন্দুক নিয়ে গেছেন। বন্দুকটি পুলিশ জব্দ দেখিয়েছে। এতে প্রমাণ করে জামায়াত- শিবিরকে জড়িয়ে সরকার ও তার দোসরসহ মহলবিশেষের বক্তব্য, বিবৃতি, মিথ্যাচারসহ যাবতীয় কর্মকান্ডই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ। দিন কয়েক বাদে হলেও এ ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে। চিহ্নিত হয়েছে ষড়যন্ত্রকারীরা।

আসল ঘটনা:

মফিজুলের শরীরে রাবার বুলেট পাওয়া গেছে বলে ময়না তদন্ত শেষে জানান খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক নবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ময়না তদন্তের সময় তার বাম পায়ের ক্ষতস্থান থেকে দু□টি রাবার বুলেট পান বলে জানান তিনি। এ খবরে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে।

পরের ঘটনা:

এ ঘটনার এখনও কোন জট খোলেনি। হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন জামায়াতকে দোষারোপ চালানোর পর তা থেমে যায়।

কেস স্টাডি নং: ৭

পিলখানা হত্যাকান্ড

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

□নেপথ্যে আইএসআই□ শিরোনামে ২০১৩ সালেল ২ নভেম্বর পিলখানার হত্যাকান্ডের ঘটনার সময় জামায়াতের কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা- ফোনে দুবাই, লন্ডন এবং ইসলামাবাদের আইএসআইর চরদের সঙ্গে ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে□ বলে খবর প্রকাশ করে দৈনিক জনকণ্ঠ। এ খবরের মাধ্যমে জামায়াতকে দায়ী করা হচ্ছে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের জন্য।

জামায়াতের বিবৃতি:

[16] , http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=111624

জামায়াতকে জড়িয়ে এমন মিথ্যা রিপোর্টের প্রতিবাদ করে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ রিপোর্টটির কোন ভিত্তি নেই। এ রিপোর্টে □গোটা (বিডিআর) বিদ্রোহে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদও নানাভাবে সহযোগিতা করেছে।□ মর্মে যে কথা লেখা হয়েছে তা একেবারে ডাহা মিথ্যা। দৈনিক জনকণ্ঠের এ সব মন্তব্য সর্বৈব মিথ্যা। জামায়াতে ইসলামীর ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার হীন উদ্দেশ্যেই দৈনিক জনকণ্ঠের রিপোর্টে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে জড়িয়ে মিথ্যা মন্তব্য করা হয়েছে।

আসল ঘটনা:

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের নামে পিলখানায় বিডিআর সদর দপ্তরে ঘটেছিল এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনায় ৫৭ সেনাকর্মকর্তাসহ ৭৪ জন প্রাণ হারান। দুনিয়া কাঁপানো এই আর্মি ম্যাসাকারের নেপথ্যের নায়কদের আড়াল করে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে ৮৫০ বিডিআর জওয়ান। [17]আসামির সংখ্যার দিক থেকে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হত্যা মামলা। এর বেশ কয়েকদিন পরেই উইকিলিকসের মাধ্যমে ফাস হয় আসল তথ্য। উঠে আসে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা □র□, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয়, জেনারেল মইন উ আহমেদ, যুবলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক মীর্জা আজম, এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, শেখ সেলিম: শেখ হাসিনার ফুফাত ভাই, স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ, কর্নেল ফারুক খান, লালবাগ আওয়ামীলীগের এমপি হাজী সেলিম, আওয়ামীলীগের ৪৮ নং ওয়ার্ডের সভাপতি তোরাব আলী ও তার ছেলে লেদার লিটন, মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং হাসানুল হক ইনুর নাম।[18]

পরের ঘটনা:

বহুল আলোচিত পিলখানা হত্যা মামলার রায়ে ডিএডি তৌহিদসহ ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড; বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু ও আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীসহ ১৬০ জনকে যাবজ্জীবন; ২৬২ জনকে তিন থেকে দশ বছর বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন ২৭১ আসামি।[[19]] [[20]]

কেস স্টাডি নং: ৮

হিন্দুদের ওপর নির্যাতন

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

হিন্দুদের ওপর জামায়াত হামলা চালিয়েছে, তাদের বাড়ি- ঘর, মন্দির ভাংচুর, সম্প্রত্তি দখল করে নিয়েছে। এমন মিথ্যা খবর প্রকাশ করেছে হলুদ সাংবাদিকতা। ২০১৩ সালের ৪ নভেম্বর দৈনিক সমকাল পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় □পাবনায় হিন্দু বাড়ী- মন্দিরে জামায়াতের হামলা□, ১২ ডিসেম্বর দৈনিক জনকণ্ঠে □এসকে সিনাহার বাড়িতে জামায়াত অগ্নিসংযোগ করেছে□, ২১ ডিসেম্বরের দি ডেইলী স্টার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় □Jamaat Atrocity Hindus, AL men desert homes□ desert homes□ শিরোনামের রিপোর্টে

---

[17], http://www.amardeshonline.com/pages/details/2015/02/25/272184#.Vza3d4R97IU
[18], http://probasebangladesh.com/2013.11.05.9691.html#.Vza3dYR97IU
[19], http://www.bbc.com/bengali/news/2013/11/131105_an_bdr_mutiny_verdict
[20], http://probasebangladesh.com/2013.11.05.9691.html#.Vza3dYR97IU

সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে জামায়াত- শিবিরের লোকেরা হিন্দু ও আওয়ামী লীগের লোকদের ২০০ থেকে ২৫০টি বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়ি- ঘর, দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে - এমন হাজারো দোষারোপ করা হয়েছে জামায়াতের ওপর। কিন্তু তার কোন প্রমাণ পেশ করথে পারেনি।

জামায়াতের বিবৃতি:

এ ব্যাপারে জামায়াতের পক্ষ থেকে বরাবরই বলা হচ্ছে, সাতক্ষীরা ও নীলফামারী জেলার কোথাও কোন হিন্দু এবং আওয়ামী লীগের নেতা- কর্মীদের বাড়িতে ও দোকানে, বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার গ্রামের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং জাতীয় সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরের গাড়ির বহরে, কথিত হামলা এবং অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনার সাথে জামায়াত- শিবিরের কোন সম্পর্ক নেই।

আসল ঘটনা:

আসল ঘটনার পেছনে কারা জড়িত, তা সকলের কাছে স্পষ্ট। কিছু নুমুনা দেখে নেয়া যাক- সদর উপজেলার জালালাবাদ জলদাস পাড়ায় আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে রাতের আঁধারে এক হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা ও তাদের বসতভিটা দখল করা হয়েছে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৪ জন। এছাড়া স্বর্ণালংকার ও টাকা লুটেরও অভিযোগ উঠেছে। পরে চলতি বছরের ৯ মার্চ হিন্দুদের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। ঘটনার ১ম আসামি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম মেম্বার হিন্দুদের বলেন, তোমরা বাংলাদেশে কয় জন হিন্দু আছ? ধানের খড় দিয়ে পোড়া দিলেও খড় বেচে যাবে। মাস্তান দিয়ে আরো বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিচ্ছেন তিনি। হিন্দুরা এখনও হুমকির মুখে আছে।[21]

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা সুব্রত চৌধুরী বলেছেন, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় জামায়াত- শিবির জড়িত এটা একটা স্লোগানে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে এমনটি নয়, বরং আওয়ামী লীগই এর সঙ্গে জড়িত। [22]

মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ে নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ায় পরাজিত আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৫টি বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। এসময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ২০- ২৫ জন নারী ও পুরুষ আহত হন। [23]

কেস স্টাডি নং: ৯

জামায়াত- জঙ্গি মিথ্যা সম্পর্ক

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

---

[21] , http://goo.gl/V9bQ9t
[22] , http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=12337
[23] , http://goo.gl/A3nXF0

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এমন শিরোনামে বারবার প্রতিবেদন প্রকাশ করছে দেশের সংবা দপত্রগুলো। এর মাধ্যমে জামায়াতের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করছে। ২০১৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক জনকণ্ঠ ও যায়যায় দিন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় জামায়াতের আল- কায়দা কানেকশন শিরোনামে রিপোর্ট করা হয়েছে। [24]

জামায়াতের বিবৃতি:

এ ব্যাপারে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র শিবির এ দেশে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় গঠনমূলক রাজনীতি করে আসছে। কোন সন্ত্রাসী ও জঙ্গী সংগঠনের সাথে জামায়াত- শিবিরের সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই আসে না। জামায়াতের সাথে আল কায়দার সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের উর্বর মস্তিস্কের উদ্ভট আবিষ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। জনকণ্ঠের রিপোর্টে জামায়াতকে জড়িয়ে যে সব কথা লেখা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা।[25]

আসল ঘটনা:

জামায়াতের সঙ্গে দেশের বা দেশের বাইরের কোন জঙ্গি সংগঠনের সম্পর্কের কথা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। যদি তার কোন প্রমাণ থাকত তবে কেন সে জন্য জামায়াতকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে না। আসল বিষয় হল, জামায়াতের ভাব মর্যাদা ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যেই এমন অপপ্রচারে নেমেছে কিছু কুচক্করি মহল।

কেস স্টাডি নং: ১০

জামায়াতের সঙ্গে মোসাদ সংশ্লিষ্ঠতার মিথ্যাচার

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

চলতি বছরের মার্চ মাসে এবং ২০১৫ সালের জুন মাসে ইসরাইলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্ট মেন্দি এন সাফাদির সঙ্গে বিএনপির নেতা আসলাম চৌধুরীর বৈঠক হয়। [[26]] চলতি বছরের ১৮ মার্চ লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজ রোডের পার্ক প্লাজা হোটেলের ১১৪৫ নম্বর রুমে এ বৈঠক হয়। তবে এ বৈঠকে সুত্রপাত হয় মোসাদের বাংলাদেশী এজেন্ট শিপান কুমার বসুর সঙ্গে সম্পর্কের জের ধরেই। লন্ডন সফরে শিপানের সঙ্গে দেখা হলে আসলাম তার অফিসে গিয়ে ছবি তোলেন। ২৬ জানুয়ারি প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে,

---

[24] , http://goo.gl/JVgWiw
[25] , http://jamaat-e-islami.org/newsdetails.php?nid=MjYwNA==
[26] , http://goo.gl/CScTtB

ইসরাইলের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড অ্যাডভোকেসির প্রধান মেন্দি এন সাফাদি সম্প্রতি ভারত সফর করেছেন। সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক করছেন তিনি। এন সাফাদি বলেছেন, শিগগিরই সবক্ষেত্রে বাংলাদেশের দরজা ইসরাইলিদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। বাংলাদেশের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তারা। নতুন সরকার ইসরাইলের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এ ঘটনার সঙ্গে জামায়াত জড়িত বলে অনেক হলুদ সাংবাদিকতায় প্রকাশ করেছে। [27]

জামায়াতের বিবৃতি:

জামায়াতের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দৈনিক ইত্তেফাকে এবং দৈনিক ইত্তেফাকের বরাত দিয়ে অনলাইন পত্রিকা আমাদের সময়. কম- এর রিপোর্টে উল্লেখিত গত ১৮ মার্চ লন্ডনে বিএনপির একজন প্রভাবশালী নেতার রুমে অনুষ্ঠিত বলে কথিত বৈঠকের সাথে জামায়াতে ইসলামীর কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই ঐ বৈঠকে জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতার উপস্থিত থাকার প্রশ্নই আসে না। **কেউ তা প্রমাণও করতে পারবে না।** [28]

পরের ঘটনা:

ভারতে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এক নেতার সঙ্গে সরকার উৎখাতের আলোচনা করেছেন এই অভিযোগেই আসলাম চৌধূরীকে ১৫ মে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরে তাকে সাত দিনের রিমান্ড দেয় আদালত। [29] আসলাম এমন কোন ষড়যন্ত্রে জড়িত নয় বলে দাবি করছে বিএনপি। তাকে ফেসে গেছেন বলে মন্তব্য করেন আসলাম।

কেস স্টাডি নং: ১১

নাজিম উদ্দিন সামাদ হত্যাকাণ্ড

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

---

[27] , http://goo.gl/PlWbUJ
[28] , http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=233845
[29] , http://goo.gl/s6Rzy4

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় জামায়াত- শিবির বিরোধী স্ট্যাটাস দেয়ায় নাজিম খুন শিরোনামে চলতি বছরের ১০ এপ্রিল প্রকাশিত রিপোর্টে তদন্ত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলার বরাত দিয়ে ধারনা করা হচ্ছে জামায়াত- শিবির বিরোধী প্রচার- প্রচারণার কারণেই নাজিম খুন হতে পারে। এর দ্বারা নাজিম উদ্দিন সামাদ হত্যাকাণ্ডের দায়ভার জামায়াতের ওপর চাপানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

জামায়াতের বিবৃতি:

এ ব্যপারে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র নাজিম উদ্দিন সামাদের হত্যার সাথে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পন্থার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতিকে ঘৃণা করে। কাজেই নাজিম উদ্দিন সামাদের হত্যার সাথে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের সংশ্লিষ্ট থাকার প্রশ্নই আসে না।[30]

আসল ঘটনা:

২০১৬ সালের ৬ এপ্রিল রাতে দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন নাজিম উদ্দিন। রাত ৮টায় কাস শেষ ক্যাম্পাস থেকে গেন্ডারিয়ার ২৯/ ঘ নম্বর রজনী চৌধুরী রোডের বাসায় ফিরছিলেন তিনি। এ সময় লক্ষ্মীবাজারের হৃষিকেশ দাস রোডের এক্রামপুর মোড়ে ৩৬ নম্বর সুবর্ণ টেইলার্সের সামনে রাস্তার পাশে দুর্বৃত্তরা চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে নাজিম উদ্দিনকে।[31]

নিহত হওয়ার কয়েকদিন আগে এক মাওলানার নারীবিদ্বেষী ওয়াজের অভিযোগ সম্বলিত ভিডিও শেয়ার করে তার সমালোচনাও করেছিলেন নাজিম।

পরের ঘটনা:

নাজিম হত্যার পর আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আইএস বা আল- কায়েদা দায় স্বীকার করে। আর সরকার বরাবরই তা অস্বীকার করে জানিয়ে দেয়, এখানে আল- কায়েদা বা আইএস নেই। তাহলে কারা একের পর এক ব্লগারদের হত্যা করেছে, তা সরকারকেই বলতে হবে। এখনো তার কোন সুরাহা হয়নি। [32]

---

[30] , http://jamaat-e-islami.org/details.php?artid=MjU2NDQ=

[31] , http://www.radiobanglafm.com/2016/04/blog-post_9.html

[32] , http://goo.gl/9ldWtO

কেস স্টাডি নং: ১২

ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলীর হত্যাকান্ড

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

২০১৬ সালের ৫ এপ্রিল, দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় ‘জামায়াত-শিবিরও জড়িত!’ শিরোনামে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ‘কুড়িগ্রামের ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলীর হত্যাকান্ডে জড়িতদের মধ্যে জামায়াত শিবিরের লোকজন রয়েছে’ বলে খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

জামায়াতের বিবৃতি:

‘কুড়িগ্রামের ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলীর হত্যাকান্ডে জড়িতদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোন লোক নেই। কালের কণ্ঠের এ রিপোর্টে পরিবেশিত তথ্য সর্বৈব মিথ্যা। দৈনিক কালের কণ্ঠের এ রিপোর্টটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবতার সাথে এ রিপোর্টের কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার হীন উদ্দেশ্যেই এ রিপোটে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। [33]

আসল ঘটনা:

চলতি বছরের ২২ মার্চ কুড়িগ্রাম পৌরসভার গাড়িয়াল পাড়ার (গড়ের পার) বাসিন্দা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বনকারী মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলী (৬৮) প্রতিদিনের মত সকাল ৭টার দিকে বাড়ীর সামনে হাঁটছিল। এ সময় কালো রঙের ১৩৫ সিসি ডিসকভার মোটর সাইকেলে তিন আরোহী পিছন থেকে অর্তকিত এসে গলা কেটে হত্যা করে। পরে মৃত্যু নিশ্চিত হবার পর ককটেল ফাটিয়ে এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে কলেজ পাড়া ও বকসী পাড়া দিয়ে পালিয়ে যায়।[34]

পরের ঘটনা:

হোসেন আলী হত্যাকান্ডের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। হত্যাকান্ডে আইএস জড়িত দাবি করলেও পুলিশের তদন্তে বেড়িয়ে এসেছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবি’র সদস্যদের জড়িত থাকার অকাট্য প্রমাণ। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার এক মাস ১০ দিন পর হত্যাকান্ডের অন্যতম আসামী জেএমবি’র কিলার গ্রুপের সদস্য হাসান ফিরোজ (২৩) কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।[35]

---

[33] , http://jamaat-e-islami.org/details.php?artid=MjU1NzQ=
[34] , http://goo.gl/gJpjEZ
[35] , http://goo.gl/gJpjEZ

কেস স্টাডি নং: ১৩

দেশের সবগুলো হত্যাকাণ্ডের দোষারোপ

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

কলাবাগানে সমকামীকর্মী জুলহাজ মান্নান ও মাহবুব তনয় খুনের মতো বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের জন্য জামায়াত-বিএনপিকে অভিযুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় গণভবনে বক্তব্য প্রদান করেন।

জামায়াতের বিবৃতি:

এ ব্যাপারে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কলাবাগানের জোড়া খুনসহ দেশে সংঘটিত কোন হত্যাকাণ্ডের সাথেই জামায়াতে ইসলামীর কোন সম্পর্ক নেই। প্রধানমন্ত্রী জামায়াতের বিরুদ্ধে নির্জলা অসত্য অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। তাই দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য জামায়াতের পরিকল্পিতভাবে গুপ্ত হত্যা চালানোর প্রশ্নই আসে না। গুপ্ত হত্যা চালানো কিংবা মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করার সাথে জামায়াতে ইসলামীর কোন সম্পর্ক নেই। প্রধানমন্ত্রী জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সেগুলো তার মনগড়া। দেশবাসী সকলেই জানেন যে, দেশে কোন অঘটন ঘটলেই তার জন্য জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অসত্য বক্তব্য দিয়ে সরকারের মন্ত্রীরা পানি ঘোলা করে থাকেন।

আসল ঘটনা:

বাংলাদেশে গত ৩ বছরে ২০ জনের অধিক মুক্তমনা লেখক, কলামিস্ট, শিক্ষক ও সংখ্যালঘু লোক নিহত হয়েছেন। এদের অধিকাংশকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। হত্যার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস বা আল- কায়দার বাংলাদেশী শাখা আনছার আল- ইসলাম দ্বায় স্বীকার করেছে।

পরের ঘটনা:

কোন কোন ঘটনায় তাৎক্ষনিক দু□একজনকে আটক করতে পারলেও তারা কেউ জামায়াত বা শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত- এমন প্রমাণ কেউ দিতেক পারেনি। শুধুশুধুই জামায়াতের ভাব মর্যাদা ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যেই উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে সরকার।

কেস স্টাডি নং: ১৪

সিঙ্গাপুরে থেকে ফেরত পাঠানো শ্রমিকরা জামায়াতের সঙ্গে জড়িত নয়

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ২৬ বাংলাদেশীকে ফেরত পাঠিয়েছে সিঙ্গাপুর। একই অভিযোগে আরো একজন দেশটির কারাগারে আটক রয়েছেন। গত বছরের ১৬ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বরের মধ্যে এ ২৭ জনকে দেশটিতে আটক করা হয়। ফেরত পাঠানো ২৬ জনের অনেকেই জামায়াতের সঙ্গে জড়িত বলে মন্তব্য করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র ও ডিবি পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার জনাব মনিরুল ইসলাম। [36]

জামায়াতের বিবৃতি:

এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র ও ডিবি পুলিশের যুগ্ম- কমিশনার জনাব মনিরুল ইসলামের বরাত দিয়ে সিংগাপুর থেকে ফেরত পাঠানো ২৬জন বাংলাদেশীর মধ্যে সিংগাপুরে যাওয়ার আগে জামায়াতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন কয়েকজন আছেন মর্মে যে মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার এ মন্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। [37]

পরের ঘটনা:

তাদের কেউ জামায়াতের সঙ্গে জড়িত- এমন কিছু প্রমাণ করতে পারেনি দেশের পুলিশ।

---

[36] , http://www.bonikbarta.com/2016-01-21/news/details/63538.html

[37] , http://jamaat-e-islami.org/newsdetails.php?nid=NDE0OA==

কেস স্টাডি নং: ১৫
তাজিয়া মিছিলে বোমা হামলা

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:
পুরান ঢাকার হোসেইনী দালানের সামনে ২৩ অক্টোবর গভীর রাতে শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতিকালে দুর্বৃত্তদের বোমা হামলায় দায়ভার জামায়াতের ওপর চালানো চেষ্টা করছেন সরকার ও প্রশাসনের কতিপয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি।

জামায়াতের বিবৃতি:
এ হামলার পরদিন ২৫ অক্টোবর জামায়াতের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই পৈশাচিক ঘটনা ঘটার পর জাতি আশা করেছিল সরকার জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মোকাবেলা করার ডাক দিবে। কিন্তু অত্যন্ত দু: খজনক ঘটনা হলো, সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ জাতীয় ঐক্যের আহ্বানের পরিবর্তে রাজনৈদিক প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করছেন। তাজিয়া মিছিলে বোমা হামলার ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনে বড় ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা। এই ঘটনা কারা ঘটিয়েছে তা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে বের করা অত্যন্ত জরুরী। যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে না পারে। কিন্তু সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তদন্ত করার আগেই যেভাবে বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি- জামায়াত ও ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে বক্তব্য দিতে শুরু করেছেন তাতে প্রকৃত সন্ত্রাসী চিহ্নিত হবে না। ফলে দুর্বৃত্তরা আড়ালেই থেকে যাবে। সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করার একমাত্র পথ হচ্ছে, জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য।[38]

আসল ঘটনা:
২০১৫ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকায় আশুরা উপলক্ষে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতি চলার সময় পুরনো ঢাকা হোসেনী দালান চত্বরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত ও শতাধিক নারী ও শিশু আহত হন। [39]

---

[38] , http://jamaat-e-islami.org/details.php?artid=MjM0MzA=
[39] , http://www.bbc.com/bengali/news/2015/10/151024_bd_hosni_dalan_bomb_blst_ashura

পরের ঘটনা:

হামলার পর দিন শনিবার বিকালে এক বিবৃতিতে ওই ঘটনার দায় স্বীকার করে ইসলামিক স্টেট (আইএস) । এ ঘটনায় পুলিশের করা মামলায় আটক করা হয় দু জনকে। তারা হলেন, জাহিদ হাসান রানা ওরফে মুসয়াব ও আরমান। তারা এ হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। এদের আগে কবির হোসেন নামে এক আসামি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। জাহিদ হাসান, আরমান ও কবির হোসেন ছাড়াও এখন পর্যন্ত এ মামলায় আরও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা সবাই কারাগারে আছেন। এ চারজন হলেন চাঁন মিয়া, ওমর ফারুক, আহসান উল্লাহ মাহমুদ ও শাহজালাল। [40]

কেস স্টাডি নং: ১৬

পুলিশের এ. এস. আই ইব্রাহিম মোল্লা হত্যাকাণ্ড

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:

২০১৫ সালের ২৩ অক্টোবর ছুরিকাঘাতে নিহত হন পুলিশের এ. এস. আই ইব্রাহিম মোল্লা। এ হামলার সঙ্গে জামায়াত শিবির জড়িত বলে বক্তব্য দেন পুলিশের মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক। জাতীয় পত্রিকাগুলোও শহীদুলের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে ফলাও করে রিপোর্ট প্রকাশ করে।[41]

জামায়াতের বিবৃতি:

এ ব্যাপারে জামায়াতের পক্ষ থেকে কড়া ভাষায় জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার হীন উদ্দেশ্যেই কতিপয় জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় পুলিশের আইজিপি জনাব এ. কে. এম শহিদুল হকের বক্তব্যের বরাত দিয়ে পুলিশের এএসআই জনাব ইব্রাহিম মোল্লার হত্যার সাথে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে ভিত্তিহীন মিথ্যা সিন্ডিকেটেড রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ইব্রাহিম মোল্লার হত্যার ঘটনার সাথে জামায়াত ও ছাত্র শিবিরের কোন সম্পর্ক নেই। জনাব শহিদুল হক আইন- শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার উদ্দেশ্যেই জামায়াত ও ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে ভিত্তিহীন মিথ্যা বক্তব্য প্রদান করেছেন। পুলিশের হাতে গ্রেফতারকৃত মাসুদ রানার সাথে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের কোন সম্পর্ক নেই। [42]

---

[40] , http://www.bd-pratidin.com/first-page/2016/01/30/123960

[41] , http://goo.gl/Tfr0tE

[42] , http://jamaat-e-islami.org/newsdetails.php?nid=Mzk0OQ==

আসল ঘটনা:
রাত পৌনে ৯টার দিকে রাজধানীর গাবতলীর পর্বত সিনেমা হলের সামনে দায়িত্ব পালনকালে দারুসসালাম থানার সহকারী উপপরিদর্শক ইব্রাহিম মোল্লা দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

পরের ঘটনা:
এ হত্যাকাণ্ডের পর মাসুদ রানা নামের একজনকে আটক করে পুলিশ। ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হলে ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত। [43]মাসুদের সঙ্গে জামায়াত বা শিবিরের কোন সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পায় নি পুলিশ।

কেস স্টাডি নং: ১৭
ইতালি ও জাপানি নাগরিক হত্যাকাণ্ড

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:
রাজধানীতে ইতালি নাগরিক ও রংপুরে জাপানি নাগরিক হত্যার দ্বায়ভার জামায়াতের ওপর চাপিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ইতালি ও জাপানি নাগরিক হত্যাকাণ্ডে বিএনপি- জামায়াতের হাত থাকতে পারে। তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে।' ৫ অক্টোবর রোববার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি- জামায়াত জোটের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এ ঘটনার পেছনে নিশ্চয় তাদের মদদ আছে। আমাদের অর্জনগুলো ম্লান করানোর জন্য এই ঘটনাগুলো ঘটানো হয়। এটার পেছনে নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য আছে। তাদের হাত আছে। [[44]] ভারতের পত্রিকা টাইমস অব ইন্ডিয়া ও দ্য হিন্দুতে এ হত্যাকাণ্ডে জামায়াতের দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। [45]

জামায়াতের বিবৃতি:
এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে জামায়াতের পক্ষ থেকে কড়াভাবে বলা হয়েছে, দুইজন বিদেশী নাগরিক হত্যার সাথে জামায়াতে ইসলামীর কারও সম্পর্ক নেই। জামায়াতে ইসলামীকে জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য ও

[43] , http://rajnitiprotidin.com/news/national-news/201506397.do
[44] , http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/646126
[45] , http://goo.gl/3bI3JH

টাইমস অব ইন্ডিয়ার অনলাইন সংস্করণে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা মন্তব্য করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর সাথে আইএস- এর সম্পর্ক আছে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। জামায়াত এ হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে।[46]

আসল ঘটনা:
২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গুলশান- ২ নম্বরের ৯০ নম্বর সড়কের গভর্নর হাউজের দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষা ফুটপাতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন ইটালির নাগরিক টাভেলা সিজার। সিজার খুন হন সন্ধ্যায় আর এক সপ্তাহের মধ্যে শনিবার একই স্টাইলে দিনের আলোয় রংপুরে খুন হলেন জাপানি নাগরিক ও এনজিও কর্মী হোসি কোনিও।[[47]]

পরের ঘটনা:
এ দুই বিদেশী নাগরিক হত্যার দ্বায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট (আইএস)। হত্যাকাণ্ডে ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে রুবেল, আলমগীর, লায়েজ উদ্দিন, রাসেলসহ ১২ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা। তাদের অনেকেই গুলশান, বাড্ডা ও মহাখালী এলাকায় ভাড়াটিয়া কিলার হিসেবে কাজ করে বলেও গোয়েন্দারা জানান। জাপানি নাগরিককে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রংপুর যুবদল ও সরকারী দলের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগের তিন নেতাকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আটক করেছে পুলিশ। [[48]] [[49]]

কেস স্টাডি নং: ১৮
অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ড

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:
ব্লগার অভিজিৎ রায়ের হত্যার দ্বায়বার জামায়াতের ওপর চাপিয়ে তার বাবার বক্তব্যের বরাতে খবর প্রকাশ করেছে বিভিন্ন গণমাধ্যম। তিনি বলেন, "আমার ছেলেকে হত্যার জন্য উগ্র জঙ্গিবাদীরাই দায়ী। আর এদের মদদ দিয়েছে জামায়াত।"

জামায়াতের বিবৃতি:
এর তীব্র প্রতিবাদে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "নিহত অভিজিৎ রায়ের বাবার বরাত দিয়ে প্রচারিত বানোয়াট, মিথ্যা ও কাল্পনিক বক্তব্যে আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অভিজিৎ রায়ের নির্মম হত্যাকাণ্ডের আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। জামায়াত সব সময়ই এ সমস্ত হত্যাকাণ্ডসহ কাপুরুষোচিত

[46], http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=207357
[47], http://www.prothom-news.com/national/2015/10/03/70933/
[48], http://www.bdmorning.com/desh/38898
[49], http://www.benarnews.org/bengali/news/BD-killing-11132015141404.html

সকল হত্যাকাণ্ড এবং উগ্র কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানায়। জামায়াতকে জড়িয়ে যে সব খবর প্রচারিত হচ্ছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আসল ঘটনা:
২০১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের উল্টো দিকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন সড়কে কুপিয়ে জখম করে অভিজিৎ রায়কে। পরে হাসপাতালে আনা হলে তাকে মুত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত ডাক্তার। [50]

পরের ঘটনা:
ব্লগার অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী সহ ৩ জনকে আটক করেছে র‍্যাব। তারা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সক্রিয় সদস্য বলে জানান র‍্যাবের এই কর্মকর্তা। এ হত্যার হোতা হিসেবে তৌহিদুর রহমান নামে একজন প্রবাসী বাংলাদেশীর নাম উল্লেখ করে র‍্যাব। তারা কেউই জামায়াত বা শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। [51]

কেস স্টাডি নং: ১৯
২৮ অক্টোবরে পল্টন **হত্যাকাণ্ড**

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ:
২৮ অক্টোবরে রাজধানীর পল্টন এলাকায় চার দলীয় ঐক্যজোটের ক্ষমতা ফুর্তির সমাবেশে পল্টনে আওয়ামীলীগের হামলায় নিহত হন জামায়াত- শিবিরের ৬ জন নেতাকর্মী। কিন্তু নির্লজ্জ ভাবে আওয়ামীলীগ জামায়াত কর্মীর লাশ সরিয়ে নিজেদের বলে দাবি করে এবং তাদের উস্কানিতে শুরু হওয়া হামলাকে জামায়াতের হামলা বলে দাবি করে। সরাসরি পত্রিকায় প্রকাশিত অস্ত্র সহ ছবি থাকার পর ও আওয়ামীলীগ ছবি উল্টিয়ে জামায়াতের হাতে অস্ত্র থাকার মিথ্যা দাবি করে যা পরবর্তীতে হাস্যরসের তৈরি করে ।

জামায়াতের বিবৃতি:
‘২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত জামায়াতের সমাবেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা লগি- বৈঠা নিয়ে হামলা চালিয়ে পিটিয়ে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৬ জন নেতাকর্মীকে হত্যা করে এবং তাদের লাশের উপর দাঁড়িয়ে উল্লাস নৃত্য করে। এ ঘটনা এ দেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক কালো এবং কলঙ্কিত অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

আসল ঘটনাঃ

২০০৬ সালের অক্টোবরের ২৮ তারিখ বিএনপি- জামায়াত জোটের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে সফলভাবে ক্ষমতার হস্তান্তরকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকায় সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশটির আয়োজন করা হয় কেন্দ্রীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে। একই সময়ে পল্টনে আওয়ামী লীগের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি- জামায়াত জোট সরকারের অন্তিম লগ্নে পেশীশক্তির উন্মত্ত প্রদর্শনীই ছিল আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য। অনেক পত্রিকা (বেশিরভাগ বাম ঘরানার) “বিদায়ী ক্ষমতাসীন জোটের এবং বিরোধী দলের সংঘর্ষ” এ ধরনের রিপোর্ট করেছে, কিন্তু আসলে যা ঘটেছিল তা এসব

[50] , http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article931281.bdnews
[51] , http://www.bbc.com/bengali/news/2015/08/150818_sr_bolgger_killer_arrested

পত্রিকার রিপোর্টে মোটেই প্রতিফলিত হয়নি, বরং তারা সত্য থেকে বহু দূরে অবস্থান করেছে। আসুন, দেখা যাক সেদিন আসলে কি ঘটেছিল।

সেদিনের আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার দলের লোকদেরকে 'লগি- বৈঠা' নিয়ে সমাবেশে আসার নির্দেশ দেন! নির্দেশ অনুযায়ী আওয়ামী লীগের প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসী বাহিনী লগি- বৈঠা, আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরিসহ আরো নানা ধরনের বিপজ্জনক ও প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের সমাবেশে জড়ো হতে থাকে। এ লগি- বৈঠার তাণ্ডব দেখার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেনি যে আসলে কি হতে যাচ্ছে। একপর্যায়ে কোন প্রকার উস্কানী ছাড়াই আওয়ামী লীগের কর্মীরা হঠাৎ জামায়াত কর্মীদের উপর আক্রমণ করে বসে! এক্ষেত্রে তারা টার্গেট করে বিচ্ছিন্নভাবে জামায়াতের সমাবেশে আসতে থাকা জামায়াত কর্মীদেরকে। সারা বিশ্ব দেখেছে আওয়ামী লীগের এ নির্মম নৃশংসতা, হায়েনার তাণ্ডব! সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকার রাজপথে আওয়ামী নরপশুরা দশজন জামায়াত কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করে। তাদের সেই হত্যার উৎসব নিষ্ঠুরতার আদিম রূপকেও হার মানিয়েছে। এরপর তারা জামায়াত- শিবিরের সমাবেশে হামলা করে শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে হত্যার চেষ্টা চালায়। লগি- বৈঠাধারীদের এ তাণ্ডব ছিল ৭১- পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে বাকশালের জনক শেখ মুজিব কর্তৃক গঠিত রক্ষীবাহিনীর তাণ্ডবের নমুনা, যারা ৭১- এর স্বাধীনতার পরে সারা দেশে খুন- লুটপাট- রাহাজানী ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল।

২৮ অক্টোবরের এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের চিরাচরিত নোংরা □লাশের রাজনীতি□তে মেতে উঠে। আওয়ামী লীগ দু□ভাবে জামায়াতকে বলির পাঠা বানাতে চেয়েছিল তথা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়ানোর চেষ্টা করে। প্রথমত, তারা কিছু লোককে ভাড়া করে যারা দাবি তুলেছিল যে, খুন হওয়া লোকগুলো তাদের সন্তান! যখন তাদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় তখন তারা ডিজিটাল পদ্ধতির (!) আশ্রয় নেয়; তারা কিছু ভুয়া ছবি কম্পিউটারে এডিট করে বড় বড় ব্যানার ঢাকার অলিতে- গলিতে লাগিয়ে জামায়াতের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করে। এভাবে আওয়ামী লীগ প্রিয়জন হারানো শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোকে পর্যন্ত তিলে তিলে নির্যাতন- নিষ্পেষণে জর্জরিত করতে থাকে।

দেশে বা দেশের বাইরে কোথাও কোন কিছু ঘটলেই কোন ধরনের তদন্ত ছাড়াই তার জন্য জামায়াতকে দায়ী করে মিথ্যা প্রচারণা চালানো এক শ্রেণির মিডিয়ার দূরারোগ্য ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এ অপপ্রচার □যত দোষ নন্দ ঘোষ□ সেই প্রবাদ বাক্যের বিকৃত ব্যবহার বই কিছু না। উপরের এসব ঘটনার কোনটাতেই জামায়াত বা শিবির জড়িত নয়। সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। সরকারের উচিত হবে জামায়াতের ওপর এরুপ দোষারোপ চাপানো থেকে সরে এসে তদন্তের কাজকে ত্বরান্বিত করা। না হলে মূল সন্ত্রাসীরাই সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যাবে।